ব্যাঙ্ক-ডাকাত ও লাজুক গোয়েন্দা

শেখর বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

সত্যি লিলিপুট	৭
পণ্ডিত ভূতের পাহারায়	১৮
চোর ও সাধু কুকুর	২৫
বড়োরাও ছোটো হয়	৩৬
ব্যাঙ্ক-ডাকাত ও লাজুক গোয়েন্দা	৪৫
পাণ্ডুলিপির শিকার	৫৬
হরফের হুমকি	৬১
গোয়েন্দার ঘরে	৭১
দুই ডাক্তার	৭৮
দায়িত্ব পেল দস্যিরা	৮৯

সত্যি লিলিপুট

ইমন যে দু-তিনটে জায়গায় যেতে খুব ভালোবাসে সেগুলোর একটা হল বকুলমাসির বাড়ি। মাসির নাম কিন্তু সত্যি-সত্যি বকুল নয়, বকুলতলায় থাকেন বলে বোনঝি-বোনপোর মুখে ঘুরতে ঘুরতে কবে যেন ওই নামটা পাকা হয়ে গেছে। শুধু ইমনই নয়, বকুলমাসির বাড়িতে যেতে ভালোবাসে সবাই। তার কারণ, মাসি খুব খাওয়ান। এটা শেষ হল তো সেটা, সেটা শেষ হল তো আর একটা।

ইমন এখন ছোটোই, তবে ওর আরও ছোটোবেলায় একটা কথা ঠাকুমার মুখে প্রায়ই শুনত। কথাটা হল—যে খায় চিনি জোগান চিন্তামণি। তার মানে যে যা চায়, ভগবান তাকে ঠিক সেটা জুটিয়ে দেন। তবে চাওয়ার জিনিসটা ভালো হতে হবে। ইমনের আজকাল প্রায়ই মনে হয়, এর কাছাকাছি আর একটা কথাও সমান সত্যি। শুধু চাওয়াই নয়, কেউ অনেক-কিছু দিতে চাইলেও ভগবান তাকে সেই ব্যবস্থাটা ঠিক করে দেন। এই যেমন বকুলমাসি।

বকুলমাসির বাড়ির চারদিকে শুধুই খাবারের দোকান। কী নেই সেখানে? রোলের দোকান, চপের দোকান, চীনে আর মাদ্রাজি খাবারের রেস্টুরেন্ট। গলির এ-মুখে ঝালমুড়ি, ফুচকা, ও-মুখে আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস আর মিষ্টি। ঠিক মধ্যিখানের একটা দোকানে আবার গাদা-গাদা বাবল গাম আর চকোলেট। বকুলমাসি এত খাওয়াতে ভালোবাসে বলেই ওঁর বাড়ির চারপাশে এত দোকান!

রোববার দিন বিকেলে মা'র সঙ্গে বকুলমাসির বাড়ি যাওয়ার সময় ইমনের হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা, বকুলমাসির আর একটা নাম চিন্তামণিমাসি দিলে কেমন হয়! কিন্তু বকুলমাসিদের দরজা খুলে যেতেই ইমন এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, ওই কথাটা ওর মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেল বেমালুম। ওর মাও কম অবাক হননি।

বকুলমাসিরা দোতলায় থাকেন, একতলায় সদর দরজা। সন্ধের মুখে দরজার ওপাশে আবছা অন্ধকার। অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে দিল কে?

অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে আসার পরে মস্ত দরজার পাল্লার আড়ালে কী

যেন একটা নড়ে উঠতে দেখল ইমন। কী? কে? একটানে পাল্লাটা সরাতেই দেখা গেল জড়োসড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একরত্তি একটা মেয়ে। লম্বায় বড়োজোর হাত-দেড়েক।

ইমনের মা বললেন, ‘‘তুই কে রে? কী করছিস এখানে?’’

চিঁ-চিঁ করে উত্তর দিল মেয়েটি, ‘‘দরজা দেব এবার।’’

ভেতরে ঢুকল ইমনরা, কিন্তু ওপরে ওঠার আগে ওরা মেয়েটির দরজা দেওয়া দেখল। সত্যি, দেখার মতো দৃশ্য! মেয়েটির অন্তত পাঁচ গুণ লম্বা দরজা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজার পাল্লাদুটো। পাল্লার একেবারে নীচে একটা আড়াআড়ি ছিটকিনি। বোঝাই যায়, সদ্য লাগানো হয়েছে ওটা। তার মানে একরত্তি এই মেয়েটার জন্যে।

মেয়েটাকে কসরত করে দরজায় ছিটকিনি লাগাতে দেখে ইমনের মা সেই যে হাসতে শুরু করেছিলেন, তা আর থামল না সহজে। বকুলমাসি মা'র রাঙাদি। মা হাসতে-হাসতে বললেন, ‘‘রাঙাদি, ওই লিলিপুটটাকে তুমি জোটালে কোত্থেকে?’’

মা'র কথায় বকুলমাসিও হাসলেন, তারপর বললেন, ‘‘সত্যিই লিলিপুট, তবে যাই বলো আর তাই বলো, এই লিলিপুটটাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। কাজের লোক দু'মাস আগে এক সপ্তাহের জন্যে দেশে যাব বলে সেই যে গেছে, ফেরার আর নাম নেই। ও না থাকলে আমাকে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না।’’

হাসতে-হাসতে আবার অবাক হলেন মা। ‘‘কেন, ও কী করে তোমার?’’

‘‘সবচেয়ে কঠিন কাজটা। সকাল আর সন্ধেয় পাঁচ মিনিট অন্তর মক্কেল আসে তোর জামাইবাবুর। তখন দরজা খোলা-বন্ধের দায়িত্ব ওই লীলার ওপর।’’

ইমনের মা এই দিকটা আগে ভাবেননি। সত্যি, অ্যাডভোকেট জামাইবাবুর কাছে লোকের ভিড় তো লেগেই থাকে। এবার তারিফ করার গলায় বললেন, ‘‘লীলাবতী তোমাকে তা হলে দারুণ সার্ভিস দেয়।’’

‘‘সার্ভিস বলে সার্ভিস! ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু বেল বাজলেই ছুটে যায়। দরজা খোলে, খেয়াল করে বন্ধ করে আবার।’’

সোফার ওপর বেশ আয়েস করে বসে ইমনের মা বললেন, ‘‘তোমার ক্রেডিটও কম নয়, ওইটুকু মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া চাট্টিখানি কথা! এত ছোট কাজের মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।’’

এই কথাটা কানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ইমন মা-মাসির গল্পে মন দিচ্ছিল না একটুও, কিন্তু এবার ও হঠাৎই খুব সজাগ হয়ে উঠল। লীলা ডাইনিং-স্পেসের কোণের দিকে কোলে একটা পুতুল নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, একটা পুতুলের কোলে আর-একটা পুতুল। ইমন বকুলমাসির দিকে তাকিয়ে সামান্য চাপা গলায় বলল, "আচ্ছা, ওর বয়েস কত হবে? তিন?"

বকুলমাসি হেসে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, দেখলে তাই মনে হয়। শরীরে বাড়বৃদ্ধি বলে কিছু নেই। হবেই বা কোত্থেকে? গরিব-ঘরে জন্মেছে যে।"

ইমন কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "ন্‌না, এখন ওর ঠিক-ঠিক বয়েস কত হবে?"

"কত আর হবে! সাড়ে চার কি পাঁচ।"

উত্তেজনা জোর করে দমন করে ইমন বলল, "আচ্ছা, ওই বোধহয় সবচেয়ে ছোটো—?"

"সবচেয়ে ছোটো কী?"

"সবচেয়ে ছোটো কাজের মেয়ে।"

বকুলমাসি হেসে উঠে বললেন, "সে তোমার মা জানে—।"

মা বললেন, "সত্যি রাঙাদি, এত ছোটো কাজের মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি!"

যা জানার তা জানা হয়ে গিয়েছিল ইমনের। একটু আগের সেই উত্তেজনাটা হঠাৎ শরীরের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতেই ও উঠে পড়ল ওখান থেকে। তারপর বসার ঘরে গিয়ে বসল।

বসার ঘরেই টিভি। একটু বাদে শুরু হবে স্পাইডারম্যান, কিন্তু টিভি খোলার জন্যে একটুও আগ্রহ বোধ করছিল না ইমন। ওর মাথায় এখন অন্য চিন্তা।

কুইজের পোকা ইমন। নানা ধরনের রেকর্ডে মগজ ভর্তি। বাড়িতে গোটাপাঁচেক বই ওর সব-সময়ের সঙ্গী। ওগুলোর একটা হল গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। পৃথিবীর বিচিত্র সব ঘটনার রেকর্ড আছে ওতে। বইটা দারুণ ভালো লাগে ওর। পড়তে-পড়তে ওর চোখের সামনে কত কিছু ভেসে ওঠে। গিনেস না থাকলে ও কি জানতে পারত পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মেয়ের নাম স্যান্ডি অ্যালেন। উচ্চতা ৭ ফুট ৭$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। তার মানে এই যে ঘরের দরজা, এর ওপরেও দু'হাত। উরিব্বাস! ঠিক যেন দৈত্য! গিনেস না থাকলে কি জানতে পারত পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা লোক রবার্টের ওজন ১,০৬৯ পাউন্ড। অর্থাৎ প্রমাণ সাইজের আট-দশজন মানুষ একসঙ্গে ওজন নিলে যা হয় রবার্টের একার ওজন তাই। বাব্বা! ঠিক যেন বাচ্চা হাতি! গিনেস না থাকলে ও কি জেনারেল

টম থামের কথা জানতে পারত! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে মারা যাওয়ার সময় টম লম্বায় ছিল মাত্র তিন ফুট চার ইঞ্চি।

ইমনের মাথা গিজগিজ করছে নানা ধরনের রেকর্ডে। কিন্তু ও আর সেদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ডাইনিং-স্পেসে। কাজের মেয়ে লীলা ঠিক আগের জায়গাতেই কোলে পুতুল নিয়ে বসে আছে।

ইমন সোজা এগিয়ে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই, তোর বয়েস কত রে?"

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে ইমনের মুখের দিকে তাকাল লীলা। ওর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল সামান্য। ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত নেই।

একই প্রশ্ন আবার করল ইমন। এবার মেয়েটা "জানি না" বলেই ছুট লাগাল ওদিকের ঘরে।

ছোটার সময় কাজের মেয়েটাকে আরও ছোটো বলে মনে হচ্ছিল ইমনের। ওর সারা শরীরে আবার সেই উত্তেজনা। হ্যাঁ, গিনেস বুকে জায়গা পাওয়ার মতো এটাও একটা রেকর্ড। পৃথিবীর সবচাইতে কমবয়সী কাজের মেয়ে—দি ইয়াঙ্গেস্ট মেডসারভেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড।

ইংরেজিটা মাথায় আসতেই শরীরে মৃদু একটা শিহরন খেলে গেল ইমনের। কালকেই গিনেস বুকের দফতরে পাঠিয়ে দিতে হবে খবরটা। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত খবর ছাপা হয় ওই বইতে, সুতরাং এটা ছাপা না হওয়ার কোনও কারণ নেই। বলা যায় না, খবরটা ছাপার সঙ্গে-সঙ্গে লীলার একটা ছবিও ছেপে দিতে পারে ওরা।

আচ্ছা, ছবি কি এখনই পাঠাতে হবে? উত্তেজনায় পায়চারি শুরু করে দিল ইমন। ন্‌না, আগে থেকে ছবি পাঠাবার কোনও দরকার নেই। অত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠান, খবরটা সত্যি কি মিথ্যে জানার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই একজন প্রতিনিধি পাঠাবে এখানে। দরকার হলে সে-ই তুলে নেবে ছবি।

কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পায় ইমন। ও দেখতে পেল গিনেস বুকে ছবি বেরিয়েছে লীলার। হাসছে। কিন্তু দুটো দাঁত নেই। কেন? ওর তো একটা মোটে পড়েছে এখন!

ইমন পরিষ্কার বুঝতে পারল, ছবিটা ভবিষ্যতের। তার মানে, গিনেস বুকের প্রতিনিধি যখন ছবি তুলতে আসবে তখন আরও একটা দাঁত পড়ে যাবে লীলার।

পরের ছবি এত আগে দেখে ফেলার জন্যে বেশ মজা পেল ইমন। তবে খানিকক্ষণ বাদে ও তৎপর হয়ে উঠল। সময় থেমে থাকে না। সময় বাড়া মানেই বয়েস বাড়া। কালকেই অতি অবশ্য চিঠি পাঠাতে হবে গিনেস বুকের দফতরে।

দেরি হলে সেই ফাঁকে লীলার বয়েস বেড়ে যাবে আরও কিছুটা। গোটা পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর এক প্রতিযোগিতা চলছে সব সময়। একটা মাত্র মুহূর্তের জন্যে কত কিছু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। দেরি করলে হয়তো লীলার কোনও প্রতিযোগিনী এসে যাবে। বলা যায় না, একটুর জন্যে তার কাছে হেরেও যেতে পারে লীলা।

বসার ঘরে এসে টিভিটা খুলে দিল ইমন। স্পাইডারম্যান শুরু হয়ে গেছে। মাকড়সা-মানুষ মাকড়সার জালের অদ্ভুত দড়িতে ঝুলে বিদ্যুৎগতিতে উড়ে যাচ্ছে আকাশছোঁয়া বাড়ির এক ছাত থেকে আর-এক ছাতে। ছবির দিকে চোখ থাকলে কী হবে, ওর মন কিন্তু অন্যদিকে।

গিনেস বুকে ভারতের রেকর্ড বলতে বিদঘুটে দুটো ব্যাপারের কথা এখন মনে পড়ছে ইমনের। একটা হচ্ছে পেল্লায় মাপের হাতের নখ। পুনের শ্রীধর চিলাল বাঁ হাতের নখগুলোর মাপ সাড়ে বিরানব্বই ইঞ্চি। ওই মাপের নখ গজাতে সময় লেগেছে সাতাশ বছর।

দ্বিতীয় রেকর্ডটা গোঁফের। উত্তর প্রদেশের এক ব্রাহ্মণের গোঁফের মাপ ছিল একশো দুই ইঞ্চি।

ভারতের এই ধরনের রেকর্ড আরও দু-চারটে থাকতে পারে। কিন্তু শেষতম রেকর্ডটা হবে দারুণ মজার—পৃথিবীর সবচাইতে কমবয়সী কাজের মেয়ে। বকুলমাসি বলেছেন, লীলার বয়েস সাড়ে-চার কি পাঁচ। কিন্তু ইমনের দৃঢ় বিশ্বাস, তিন সাড়ে-তিনের বেশি কখনওই নয়।

আচ্ছা, এই ধরনের রেকর্ড যারা পাঠায় গিনেস বুকের তরফ থেকে তাদের কোনও উপহার দেওয়া হয় না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। খুব ভালো কোনও উপহার। উপহারের কথা ভাবতে গিয়ে ইমনের শরীরে আর এক দফা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

টিভিতে স্পাইডারম্যানের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই শুরু হয়ে গেল বকুলমাসির নিজস্ব অনুষ্ঠান। প্রথমেই গরম-গরম এগরোল। এগরোল এগিয়ে দিয়ে বকুলমাসি জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবি বল?"

এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন যেন এগরোল কোনও খাবারই নয়। ইমন হেসে ফেলল। "রোল তো খাচ্ছি, আবার কী খাব!"

ইমনের কথা বকুলমাসির বোধহয় কানেই গেল না। চকচকে মুখে বলে উঠলেন, "আমাদের পাড়ায় যা একটা কচুরির দোকান হয়েছে না—এত ভালো কচুরি তুই কোথাও পাবি না। এই সময় ভাজে। দাঁড়া, আনাচ্ছি।"